দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..26 SEP 1988... ...
পৃষ্ঠা... ... ...৮... কলাম...3... ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

পাঠ্যসূচীতে বঙ্কিমের রচনা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার মহত্তম লেখকদের একজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাহিত্য সম্রাট বলে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্রকেই বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে তাঁর কোন রচনা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। স্বাধীনতার পর মাধ্যমিক স্তরে বাংলা সাহিত্যের যে বইটি একটানা এগার বছর পাঠ্য ছিল, তাতে বঙ্কিম চন্দ্রের কোন রচনাই স্থান পায়নি। ১৯৮৩ থেকে 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য' নামে যে বইটি পাঠ্য আছে, তাতে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় থেকে একটি অংশ 'উপকূল' শিরোনামে সংযোজিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু তা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। গত ছয় বছরে কয়েকজন লেখকের কয়েকটি গল্প-প্রবন্ধের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের সমসংখ্যক গল্প প্রবন্ধ পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন লেখা পাঠ্যসূচীতে আসেনি অনুরূপ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 'বাংলা সাহিত্য' বইটিতে ঈশ্বরগুপ্তের কবিত্ব নামে একটি রচনা থাকলেও সেটাও পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কলা বিভাগের একজন ছাত্র-ছাত্রী স্নাতক পর্যায়ের আগে (স্নাতক শ্রেণীতে তাঁর একটি প্রবন্ধ পাঠ্য আছে) বঙ্কিমের কোন লেখা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠের সুযোগ পাচ্ছে না। এবং বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের গোটা শিক্ষা জীবনে বঙ্কিমের লেখার সাক্ষাৎ-ই পাচ্ছে না। অনুরূপ বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অনার্স ও এম, এ কোর্স ছাড়া অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাও বঙ্কিমের কোন লেখার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান লেখক সত্ত্বেও তার কোন লেখা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ কি? স্বাধীনতার পর গত সতের বছর ধরে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র উপেক্ষিত কেন?

বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বঙ্কিমের রচনা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোস্তফা কামাল,
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।